যুগান্তর

তারিখ 08 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

৮ শিক্ষা

৬৪ জেলার স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব হবে

জিয়া মঞ্জুর
কান্ট্রি বিজনেস ম্যানেজার
ইন্টেল ঢাকা অফিস

ইন্টেল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আপনি ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রকল্পের অধীনে নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের সংগঠন গ্রামীণ সলিউশনের সঙ্গে চুক্তি সই করেছেন। চুক্তির বিষয় বস্তু সম্পর্কে বলবেন?

হ্যাঁ, আপনি জানেন ইন্টেল বিশ্বের ৩৫টি দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে সহযোগিতার জন্য সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ইন্টেলের কর্পোরেট দায়বদ্ধতার স্বীকৃতিস্বরূপ এখন থেকে বাংলাদেশেও আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইন্টেল বাংলাদেশে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করবে।

ইন্টেল ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড কার্যক্রমের মাধ্যমে কিভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে?

ইন্টেল পরবর্তী সারাবিশ্বে ১০০ কোটি নতুন কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তৈরি করবে এরই ধারাবাহিকতায় আগামী বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় একটি করে স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করবে। যার মাধ্যমে এই স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা উন্নত শিক্ষা পাবে। অপরদিকে উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করতে ইন্টেল প্রয়োজনীয়সংখ্যক কম্পিউটার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেবে। এই কার্যক্রম গ্রামীণ সলিউশনের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট হবে।

ইন্টেল যেহেতু চীন, ভিয়েতনাম, ভারতসহ অনেকগুলো দেশে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে সাফল্য অর্জন করেছে, তাই ইন্টেলের প্রতিনিধি ও একজন বাংলাদেশী হিসেবে আপনি কতটা আশাবাদী?

আমি মনে করছি প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নত শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর হবে। যা ২১ শতকের এই সময়ে অপরিহার্য। এ বিষয়ে সরকারের সহযোগিতার ব্যাপারে আমার আশাবাদী এবং এ কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে পারবে বলে আমি আশাবাদী।

জিয়া মঞ্জুর

কাজী ইসলাম

কাজী ইসলাম
সিইও
গ্রামীণ সলিউশন লি.

গ্রামীণ সলিউশনের পক্ষ থেকে আপনি ইন্টেল কর্পোরেশনের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রকল্পের চুক্তিতে সই করেছেন। এই চুক্তির মাধ্যমে কিভাবে কাজ করবেন?

চুক্তির মাধ্যমে আমরা ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রকল্পের ইমপ্লিমেন্ট বা বাস্তবায়নের পার্টনার। ইন্টেলের এই প্রকল্পের যে চারটি পিলার আছে, একসেস, কানেকটিভিটি, এডুকেশন ও কনটেন্ট এগুলোকে বাস্তবায়ন করার কাজ করব।

কিভাবে কাজ করবেন?

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এক-দেড় বছরের মধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াইম্যাক্স চালু করা, এছাড়াও ইন্টেল টিচ এবং ইন্টেল লার্ন নামে শিক্ষক তৈরি ও শিক্ষা দেয়ার কাজসহ বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় কনটেন্ট তৈরি করা হবে। আমরা চাই প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কাজের সুযোগ দিতে। না হলে শিক্ষা কার্যকর হবে না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইন্টেল তাদের এক্সপার্ট, ব্রান্ডনেম, টেকনোলজি, রিসোর্স ইনভেস্ট করবে। এগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার যেন বাংলাদেশ করতে পারে সে বিষয়ে কাজ করব।

কতদিনের মধ্যে কাজ শুরু করবেন?

দু-এক মাসের মধ্যে ইন্টেলের টিম আসবে, ডিটেল বিষয় কথা হবে, চুক্তিটা তো এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছিলাম যেন ইন্টেলের চেয়ারম্যান খালি হাতে ফিরে না যান। তো সেটা সফল হয়েছে। এখনই যদি আপনাকে ১ হাজার ল্যাপটপ দেয়া হয় তো আপনি কিভাবে বন্টন করবেন? সেটা তো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে।